দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩

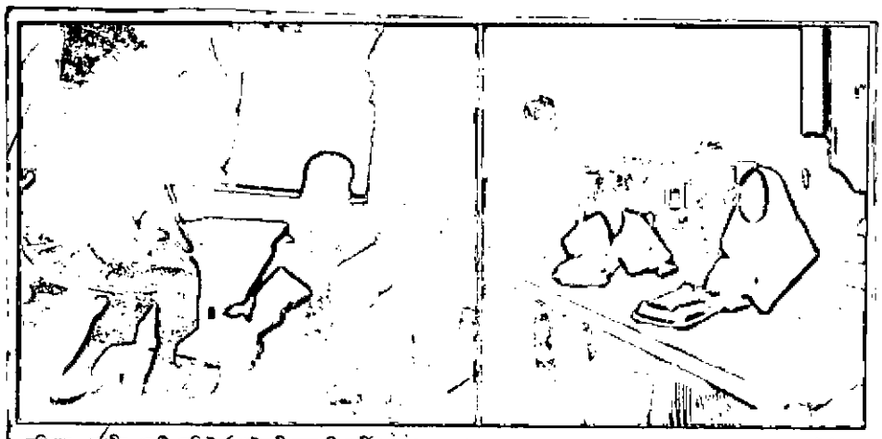

বরিশাল : নগরীর একটি রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে লুডু খেলছে —ইত্তেফাক

# বরিশালে রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলের নৈরাশ্যজনক চিত্র

## শিক্ষার্থী মাত্র ১৫/২০ জন ○ শিক্ষকরা ব্যস্ত অন্য পেশায় ○ বেতন নিয়মিত ○ শিক্ষা কর্তারাও চুপচাপ

॥ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

বরিশালের ১০ উপজেলার ৪৮৫টি স্কুলে ১৯৪০ জন শিক্ষকের পিছনে বছরে সরকারের প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা ব্যয় হলেও সাড়ে নয় পয়সার কাজও করছেন না তারা। নিয়োজিত এই শিক্ষকরা একাধিক পেশায় জড়িত, তাই অন্য লোক দিয়ে তারা স্কুলে হাজিরা দেন। স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অভিযোগ করলে উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই উৎকোচ দাবির অভিযোগ করা হয়। স্কুলগুলো যেনতেনভাবে চললেও শিক্ষা কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদনে সে বিষয়টি উল্লেখ করেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। যেসব এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না ঐসব স্থানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরশাদ সরকারের আমলে ঐ স্কুলগুলো রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে ভালভাবে চললেও বর্তমানে অধিকাংশ রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলে তেমন শিক্ষার্থী নেই। শিক্ষার্থী সংগ্রহে শিক্ষকরাও বাড়ি বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমানে কেজি স্কুলের লেখাপড়ার সাথে পেরে উঠছে না সরকারি প্রাইমারি ও রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলগুলো। নগরীর প্রাইমারি স্কুল ঘুরে দেখা গেছে সেখানে শিক্ষার্থী তেমন নেই। হাজিরা খাতায় প্রতি ক্লাসে ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী দেখানো হলেও বাস্তবে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এসব স্কুলে শিক্ষার্থী মাত্র ১৫/২০ জন। এই অল্প শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখার জন্যও শিক্ষকরা তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। ইচ্ছেমত ক্লাস নিলেও পারেন আবার না নিয়েও পারেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঐ শিক্ষকরা ক্লাস নেন না। স্কুলে 'একটু হাজিরা' দিয়েই ফিরে যান ব্যক্তিগত কাজে। মাসশেষে সরকার থেকে তাদের বাড়িভাড়া, মহার্ঘ ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্ট মিলিয়ে প্রায় ৩৮শ' টাকা করে দেয়া হয়। এ ৩৮শ' টাকার আটত্রিশ পয়সারও কাজ করেন না শিক্ষকরা।

নগরীর যে সকল স্থানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল সেখানকার শিক্ষকরা স্কুলে কিছু সময় কাটালেও অন্য স্থানের শিক্ষকরা স্কুলে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে নিজের কাজকর্ম সারতে ব্যস্ত শিক্ষা কর্মকর্তাদের নজরদারিও একেবারে কম। কোন সময় শিক্ষা কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গেলে আগেভাগে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়। এ সুযোগে তারা অন্য স্কুলের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে যে শিক্ষকরা সেখানে কর্মরত রয়েছেন তাদের আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েদের স্কুলে এনে বসিয়ে রাখেন বলে অভিযোগ। ক'টি শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে তারা ক্লাস রুমে বসে লুডু খেলে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। নগরীর বিভিন্নস্থানে রেজিস্টার্ড স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশি। শিক্ষার্থী নেই বললেই চলে। উপজেলাগুলোর বন্দর ও বন্দর সংলগ্ন এলাকার রেজিস্টার্ড স্কুলগুলোরও একই অবস্থা। তবে যে সকল গ্রামে সরকারী প্রাইমারী কিংবা কেজি স্কুল নেই ঐ সকল এলাকায় রেজিস্টার্ড স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী পাওয়া(১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

### বরিশালে রেজিস্টার্ড

(১৬ পৃঃ পর)

যায়। কিন্তু সেখানে সমস্যা শিক্ষকদের। রেজিস্টার্ড স্কুলগুলোর ৮০ ভাগ শিক্ষক শিক্ষকতা ছাড়াও অন্য পেশার সাথে যুক্ত থাকায় তারা স্কুলে তেমন একটা সময় দেন না। মাঝে-মধ্যে 'লোক পাঠিয়ে' স্কুলে হাজিরা দেন। বরিশাল সদরে ৪৮টি রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুল, উজিরপুরে ৬৯টি, আগৈলঝাড়ায় ২৫টি, মুলাদীতে ৩৩টি, মেহেন্দীগঞ্জে ৬৪টি, হিজলায় ১৬টি, গৌরনদীতে ২২টি, বাবুগঞ্জে ৫৪টি, বানারীপাড়ায় ৪৫টি ও বাকেরগঞ্জে ৯৬টি স্কুল রয়েছে।